

ঢাকা ইউনিভার্সিটি সমস্যা সমাধানে সময় চাইলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

যায়যায় রিপোর্ট

ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র-শিক্ষক আটক ইস্যুর সম্মানজনক সমাধানে পৌঁছানোর জন্য আরো সময় চেয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা রিটার্ড মেজর জেনারেল এম এ মতিন। তিনি বলেছেন, ঢাকা ইউনিভার্সিটির বিরাজমান অস্থিরতা নিরসনই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

গতকাল সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেয়ার পর তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের আরো বলেন, ১৮ জানুয়ারি খুব সংক্ষিপ্ত সময়। এতো দ্রুত এ সমস্যার সমাধান করা যাবে না। তবে সরকার এ সমস্যার একটি সম্মানজনক সমাধানের চেষ্টা করছে। তাদের প্রতি আমার আবেদন, তারা যেন একটু ধৈর্য ধরে আরো কয়েকটা দিন সময় দেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা ইউনিভার্সিটির সমস্যা সমাধানের জন্য সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা সরকারকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত আলটিমেটাম দিয়েছে। তাদের এ দাবির প্রতি সংহতি জানিয়েছেন শিক্ষকরা।

উপদেষ্টা- মতিন আরো বলেন, স্বল্প সময়ের

১২ ক ৪

সমস্যা সমাধানে সময়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মধ্যেই ইউনিভার্সিটির বিরাজমান সমস্যা সমাধান করা হবে। আইনগত জটিলতার কারণে এ প্রক্রিয়ায় কিছুটা সময় লাগছে। তবে সরকার রায়ের জন্য অপেক্ষা করছে না।

সাজা হলে শিক্ষকরা প্রেসিডেন্টের কাছে সাধারণ ক্ষমা চাইবেন না- শিক্ষকদের এমন উজির বিষয়ে তিনি বলেন, আইনের বিধানে আছে প্রেসিডেন্ট কাউকে সাজা দিতে পারেন না। তিনি সাজা মওকুফ করতে পারেন। এ পরিস্থিতিতে সরকার আইনের সুবিধা নিতে পারে। সরকার সাজা মওকুফের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নেবে।

আটক ছাত্রদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে সচেতন

ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্মানজনক মুক্তি ছাড়াও গার্মেন্ট সেটরে বিরাজমান সমস্যার সমাধান অন্যতম টার্গেট বলে জানিয়েছেন এম এ মতিন। তিনি বলেন, সরকার গার্মেন্ট সেটরে অরাজকতা সৃষ্টিকারীদের খুঁজে বের করতে পদক্ষেপ নিয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি তাদের শাস্ত করা যাবে।

এ সময় স্বরাষ্ট্র সচিব আবদুল করিম উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, উপদেষ্টা মতিনের প্রবেশের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ১৪ মাস ১৮ দিন পর গতকাল সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রুমের দরজা খুললো। চারদলীয় জোট সরকার বিদায় নেয়ার পর গঠিত দুটি কেয়ারটেকার সরকারের আমলেই চিফ অ্যাডভাইজরের হাতে ছিল এ মন্ত্রণালয়। গত মঙ্গলবার এ